মঞ্জুরী নং - ৪৬

৫৩ - বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	9,20,00	10,30,00	11,54,00
উন্নয়ন	283,00,00	345,70,00	392,46,00
মোট	292,20,00	356,00,00	404,00,00

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

নিরাপদ বিমান চলাচল, দেশীয় বিমান সংস্থার বিকাশ এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখা।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

(ক) বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন;

(খ) বিমানবন্দর, বিমানপথ ও বিমান সার্ভিসসমূহ যৌক্তিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণ;

(গ) মহাকাশ (Air Space) নিয়ন্ত্রণ, বিমান উড্ডয়নের নিরাপত্তা বিধান, Aeronautical পরিদর্শন এবং উড়োজাহাজ ও বৈমানিকের লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম তদারকিকরণ;

(ঘ) ট্রাভেল এজেন্সিসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন তদারকিকরণ;

(ঙ) বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনাপূর্বক পর্যটন সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও হালনাগাদকরণ;

(চ) পর্যটন শিল্পের বিকাশে গবেষণা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টি;

(ছ) দেশের পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে পর্যটন সংক্রান্ত সহযোগী/সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(জ) বেসামরিক বিমান চলাচল এবং পর্যটন সম্পর্কিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি তদারকিকরণ।

২. কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ	• ঢাকার অদূরে বিশ্বমানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপন • দেশী-বিদেশী পর্যটক আকর্ষণের জন্য দেশের পর্যটন এলাকার বিমানবন্দরগুলোকে আধুনিকায়ন • অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরগুলোতে পূর্ণমাত্রায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ • হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক	• বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	বিমানবন্দর, ঢাকা-কে ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীতকরণ	
	• নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ সংগ্রহ • উপসাগর ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বিমানের ফ্লাইট বৃদ্ধিকরণ	• বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি.
২. বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন	• যাত্রী সাধারণের জন্য অভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি • বিমান চলাচল ও বিমান নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা • বিমানবন্দরসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	• বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
	• বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আই.টি. ভিত্তিক করা	• বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি.
৩. এয়ার কার্গো এর ক্ষমতা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	• আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে স্বল্প ব্যয়ে ও দ্রুততম সময়ে মালামাল পরিবহণ নিশ্চিতকরণ • ই-ফ্রেইট ব্যবস্থা চালুকরণ	• বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ • বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি.
	• ব্যয় সাশ্রয়ী ও আধুনিক এয়ার কার্গো সংগ্রহ	• বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি.
৪. পর্যটন শিল্পের বিকাশ	• বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান পর্যটন স্পটগুলো আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যটন শিল্পে সংযুক্তকরণ • বিদেশী পর্যটকদের জন্য Exclusive Tourist Zone সৃজন • পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (P.P.P.) এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অবকাঠামো সৃজন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন • বাংলাদেশের পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও ইভেন্টের প্রচার	• বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	• বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন • বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি. • হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লি.
৫. পর্যটন ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন	• বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউটসমূহে বর্তমানে চলমান কোর্সসমূহ ব্যতীত কতিপয় বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	• বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

৩. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দেশে বিদ্যমান বিমানবন্দরের সংখ্যা এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের ফ্লাইট বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়সহ দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দেশে বিদ্যমান বিমানবন্দরের সংখ্যা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের ফ্লাইট বৃদ্ধি, অচল বিমান বন্দরগুলোকে সচলকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোকে আধুনিকীকরণসহ আরও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করার মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.১.২ বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

৩.১.৩ এয়ার কার্গো-এর ক্ষমতা সম্প্রসারণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

৩.১.৪ পর্যটন শিল্পের বিকাশ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পর্যটন স্পটগুলোকে পর্যটক আকর্ষণীয় স্থানে উন্নীতকরণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের ফলে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। P.P.P. এর মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হলে নতুন নতুন পর্যটন স্থাপনা গড়ে উঠবে। ফলে পর্যটন খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হলে তা দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত হবে। পর্যটন স্থাপনাগুলোতে প্রশিক্ষিত নারী ট্যুরিস্ট গাইডসহ পর্যটনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে।

৩.১.৫ পর্যটন ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা সেক্টরে মানবসম্পদ উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ পর্যটন সেক্টরের অবকাঠামো (অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অর্থায়নে স্থাপিত প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট) উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ

ভূমিকা রাখবে। এ ক্ষেত্রে পেশাগত জনবল সৃষ্টি হলে বিদেশেও জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কর্মে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে নারীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
দারিদ্র্য নিরসন	৪৩,৮৭,৮৪	৪২,৬১,৩৭	৪৭,৫৪,৯২
নারী উন্নয়ন	১৩,৯৪,৮৮	১৩,০২,৩২	১৪,৪৮,১৯

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
১। **বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন ও আধুনিকায়নঃ** বিমান চলাচলের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, বিমান নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বর্ধিত বিমান যাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদান করতে হলে বিমান চলাচল সংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন ও আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের বিমান অবতরণ ও উড্ডয়ন অব্যাহত রাখতে হলে বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন অবকাঠামো আধুনিকীকরণ করতে হবে। এসব কারণে বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন ও আধুনিকায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	• বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ • বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন • পর্যটন শিল্পের বিকাশ
২। **বিদ্যমান পর্যটন অবকাঠামো আধুনিকীকরণ ও নতুন পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণঃ** পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। নতুন নতুন পর্যটন স্পট চিহ্নিতকরণ, বিদ্যমান পর্যটন স্থাপনাগুলো পুনর্নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার এবং আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হলে এবং দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহে পর্যটন অবকাঠামো নির্মিত হলে দেশে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে এবং দেশীয় পর্যটকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ সেক্টরে/ এখাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। পর্যটনকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি অন্যতম বড় খাত করার জন্য বিদ্যমান অবকাঠামো আধুনিকীকরণ ও নতুন পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• পর্যটন শিল্পের বিকাশ
৩। **পি.পি.পি. এর আওতায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণঃ** পর্যটন ও বিমান চলাচল সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পসমূহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় সরকারের পক্ষে সকল অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। একারণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public-Private Partnership-P.P.P.) এর আওতায় পর্যটন ও বিমান চলাচল সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে এখাতে দ্রুত বিনিয়োগ হবে। তাছাড়া বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ফলে এখাতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে এবং বিদেশী বিনিয়োগ আসবে।	• পর্যটন শিল্পের বিকাশ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
৪. **মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পরিচালনাঃ** পর্যটন খাতে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের উপযোগী জনবল তৈরি না হলে বৈদেশিক পর্যটক আকর্ষণ ও এ খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভব হবেনা। তাই বিদ্যমান পর্যটন প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটসমূহে যুগোপযোগী ও Need-based আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• পর্যটন ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key performance indicator)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
							২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। যাত্রী পরিবহণ বৃদ্ধির হার	১, ২	শতকরা হার	-		৬%	৬%	৬%	৬%	৬%
২। মালামাল পরিবহণ বৃদ্ধির হার	৩	শতকরা হার	-	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%
৩। জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান	৪	শতকরা হার	-	০.৬৫	০.৭	০.৭৫	০.৮০	০.৮৫	০.৯

৫. অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৫.১.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকার বিদ্যমান নেভিগেশনাল ইক্যুইপমেন্ট D.V.O.R. প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত বিমান বন্দরে বিদ্যমান প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার ওভারহোল ও মেইন্টেনেন্স করা হয়েছে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনের সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও ২য় তলা নির্মাণ করা হয়েছে। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এস্কেলেটর, লিফ্‌ট, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, জেনারেটর, প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং ব্রীজ, পি.এ. সিস্টেম ইত্যাদি সংস্থাপন করা হয়েছে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সুপরিসর বিমান চলাচলের জন্য ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দরের রানওয়ে ১০,৫০০ ফুট পর্যন্ত সম্প্রসারণ ও রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। ঢাকার অদূরে বিশ্বমানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপন	• প্রকল্পের সাইট সিলেকশন • ফিজিবিলিটি স্টাডি • ২,৬০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ	১
২। দেশি-বিদেশি পর্যটন আকর্ষণের জন্য দেশের পর্যটন এলাকার বিমান বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন	• কক্সবাজার বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ • রানওয়ের দৈর্ঘ ৬,৭৭৫ ফুট হতে ৯,০০০ ফুট পর্যন্ত সম্প্রসারণ • রানওয়ের বিদ্যমান P.C.N. ১৯ হতে কমপক্ষে ৭০ এ উন্নীতকরণ • একটি D.V.O.R./D.M.E. স্থাপন	১

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
	• ১টি I.L.S. সংস্থাপন	
৩। অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরগুলোতে পূর্ণমাত্রায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ	• বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ ও রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ • রানওয়ের দৈর্ঘ ৬,০০০ ফুট হতে ৯,০০০ ফুট পর্যন্ত সম্প্রসারণ • রানওয়ের বিদ্যমান P.C.N. ১৭ হতে কমপক্ষে ৭০ এ উন্নীতকরণ	১
৪। হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকাকে ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীতকরণ	• ট্যাক্সিওয়ে (Pavement 1,35,735 Sqm এবং Shoulder 78,594 Sqm) পুনঃনির্মাণ • ১টি প্রাইমারি ও ১টি সেকেন্ডারি রাডার সংস্থাপন • বিমানবন্দরে সুপরিসর বিমান উড্ডয়ন অবতরণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ • ১টি I.L.S. সংস্থাপন	১
৫। যাত্রী সাধারণের জন্য অভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি	• প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনে যাত্রী সাধারণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে হোল্ডিং লাউঞ্জে ০৬টি টেলিফোন লাইন স্থাপন • ০৪টি ডিউটি ফ্রি দোকান চালুকরণ • যাত্রী সাধারণের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ০৩টি পরিবহণ সংস্থা নিয়োগ • ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য অবহিত করার জন্য ০১টি আধুনিক এফ.আই.ডি.এস. ইক্যুইপমেন্ট সংস্থাপন এবং এর জন্য ৯০টি L.C.D. Monitor সংস্থাপন	২
৬। বিমানবন্দরসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	• ৩ সেট Auto Change Facility-সহ ১টি 11 K.V. Incoming Feeders সংস্থাপন • ২ সেট 11 K.V. Incoming Feeders সংস্থাপন • ০৮ সেট 11 K.V. Metering Panel সংস্থাপন • ৬১ সেট 11 K.V. Outgoing Feeders সংস্থাপন • ০৪ সেট 11 K.V. Bus Coupler স্থাপন • ০২ সেট Generator Power Transfer Panel স্থাপন	২

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৭। বিমান চলাচল ও বিমান নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা	• ৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান • ৭০ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা	২
৮। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে স্বল্প ব্যয়ে ও দ্রুততম সময়ে মালামাল পরিবহণ নিশ্চিতকরণ	• আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ২টি Cargo Gantry X-ray Scanning Machine • ১টি Heavy Luggage X-ray Scanning Machine সংগ্রহ/সংস্থাপন	৩
৯। ই-ফ্রেইট চালুকরণ	• ১০০টি কম্পিউটার ও ১২২টি C.C.TV স্থাপন	৩

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। আন্তর্জাতিক ফ্লাইট মুভমেন্ট	সংখ্যা	৪৬,০৭৮	৪৯,৩০৩	৪৯,৩০৩	৫২,৭৫৪	৫৫,৯১৯	৫৯,২৭৪
২। কার্গো মুভমেন্ট ক) অভ্যন্তরীণ খ) আন্তর্জাতিক	মে. টন	১,৪৩,৩৯২ ১,৪২৮ ১,৪১,৯৬৪	১,৫১,৬৭২ ১,৫১৬ ১,৫০,১৫৬	১,৫১,৬৭২ ১,৫১৬ ১,৫০,১৫৬	১,৬৩,৮০৫ ১,৬৩৮ ১,৬২,১৬৭	১,৭৬,৯০৯ ১,৭৭০ ১,৭৫,১৩৯	১,৮৭,৫২৩ ১,৮৭৫ ১,৮৫,৬৪৮

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	০	০	০	০	০
উন্নয়ন	২০২,০০,০০	৭৫,০০	২৭৬,৫০,০০	২২৮,৬০,০০	২০৮,৯৬,১৩
মোট	২০২,০০,০০	৭৫,০০	২৭৬,৫০,০০	২২৮,৬০,০০	২০৮,৯৬,১৩

৫.১.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	
১। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১-৯
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আপগ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্প	১, ২
২। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আপ-গ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে পরামর্শক সেবা শীর্ষক প্রকল্প	১, ২
৩। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	১
অননুমোদিত প্রকল্প	
১। বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
সম্ভাব্য প্রকল্প	
১। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	১
২। ঢাকার অদূরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ	১
৩। নির্মাণাধীন খান জাহান আলী স্টল পোর্টকে খান জাহান আলী বিমান বন্দরে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্প	১

৫.২ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৫.২.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে পরিচালিত একটি সংস্থা। দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের মুজিবনগরে পর্যটকদের জন্য আবাসন (১২ কক্ষ), ক্যাটারিং (৫০ আসনের রেস্তোরাঁ) সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বান্দরবানের মিরিঞ্জাতে ৩০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ নির্মাণ করা হয়েছে। কুয়াকাটায় একটি মোটেল (৪ কক্ষ ও ১০০ আসনের কনফারেন্স হল) ও ২০০ শয্যার ইয়ুথ-ইন নির্মাণ শুরু করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন কারিক্যুলামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ০৩ বছরে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৩,৬০০ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সুন্দরবন নতুন প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য প্রতিযোগিতায় ২য় পর্বে উন্নীত হয়েছে। দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়া ও সংস্থায় প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রচারণামূলক রোড শো আয়োজন করা হয়েছে। দেশের পর্যটন আকর্ষণীয় ৭৬৫ টি স্থান চিহ্নিত করে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। টুরিস্ট পুলিশ গঠন করা হয়েছে। বালু ভাস্কর্য ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে পরিচালিত একটি সংস্থা হিসেবে উপরোক্ত অর্জন করেছে। তদুপরি বেসরকারি সেক্টরে পর্যটন শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন রয়েছে।

৫.২.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান পর্যটন স্পটগুলোর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ	• ১,৩০০ শয্যার আবাসন সুবিধা সৃষ্টি • ১,২৫০ আসনের ক্যাটারিং সুবিধা সৃষ্টি • ২৫০ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৪
২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যটন শিল্পে সংযুক্তকরণ	• পর্যটন গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য প্রায় ২০০ কি.মি. রাস্তার উন্নয়ন • পর্যটন গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য নদীতে ১০টি সেতু নির্মাণ • পর্যটন গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য ৫টি ফেরী চালুকরণ • ১০টি ট্যুরিস্ট স্পটের উন্নয়ন	৪
৩. বিদেশী পর্যটকদের জন্য Exclusive Tourist Zone সৃজন	• ০৮ টি তারকা মানের হোটেল নির্মাণ • ০৮ টি নাইট ক্লাব স্থাপন • ০৬টি ওয়াটার ভিলা নির্মাণ	৪

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
	• বিভিন্ন ধরনের ৫০ টি রাইড স্থাপন • ০৫ টি ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন • ০৮টি হেলথ ক্লাব/জিম স্থাপন • ০৮টি স্পা/বিউটি সেলুন স্থাপন • ২০টি সুইমিং পুল স্থাপন • ০ ৬ টি ওয়াটার ওয়ার্ল্ড স্থাপন • ০৮ টি হেলিপ্যাড স্থাপন • ২০টি ফুড ভিলেজ নির্মাণ • ২০টি হানিমুন কটেজ নির্মাণ	
৪. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অবকাঠামো সৃজন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	• ২৭ টি প্রকল্প পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপে বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা • ৭ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু	৪
৫. বাংলাদেশের পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও ইভেন্টের প্রচার	• ৫ টি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ • মিডিয়ায় ২০ টি বিজ্ঞাপন প্রচার • ৩০ টি মেলার আয়োজন • ২ টি আলোক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন • ৬ টি বিদেশী ভাষায় ব্রশিউর মুদ্রণ • ১০ টি বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন	৪
৬. বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহে বর্তমানে চলমান কোর্সসমূহ ব্যতীত কয়েকটি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	• পর্যটন সেক্টরে ৫,০০০ জন প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী সৃষ্টি	৫
৭. পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	• ২৫টি নতুন মোটেল নির্মাণ • ১০টি পর্যটন মোটেল সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	৪

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. আবাসন সুবিধা e॥×	শয্যা	-	২০৮	২০৮	১২	২০০	১৫০
২. রেস্তোরাঁ সুবিধা e॥×	আসন	৩০	১০০	১০০	৩০০	২০০	২৫০
৩. কনফারেন্স সুবিধা e॥×	আসন	-	১০০	১০০	২০০	৫০০	৫০০
৪. প্রামাণ্য চিত্র/ফেস্টিভ্যাল	সংখ্যা	০৫	১০	২০	২০	২০	২৫
৫. প্রশিক্ষিত জনবল	জন	১,২০০	১,৫০০	১,৫০০	২,০০০	২,০০০	২,০০০

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	০	১৫,০০	০	০	০
উন্নয়ন	৫,৯৯,০০	৮,৩৮,০০	৫,৫০,০০	৪,৪৩,৮৪	০
মোট	৫,৯৯,০০	৮,৫৩,০০	৫,৫০,০০	৪,৪৩,৮৪	০

৫.২.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	
১। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	
অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	
১। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন	১
অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ	
১। বাংলাদেশের ৭টি স্থানে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ	১
২। টেকনাফে পর্যটন রিসোর্ট নির্মাণ	১
৩। আগারগাঁওস্থ শেরে-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ	১
৪। কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	১
৫। চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের স্থানে একটি নতুন পর্যটন মোটেল এবং কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের পার্শ্বদিক সম্প্রসারণ	১
৬। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ স্থলবন্দরে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন এবং রংপুর ও রাজশাহী পর্যটন মোটেলের নবায়ন ও সংস্কার	১
সম্ভাব্য কর্মসূচিসমূহ	
১। পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রমোশনাল কার্যক্রম	৫
সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ	
১। বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	৪
২। কক্সবাজারের মনখালিতে Exclusive Tourist Zone সৃষ্টি	৩
৩। মহাখালীস্থ এন.এইচ.টি.টি.আই. এর ভবন সম্প্রসারণ এবং রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলার পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	৬
৪। কক্সবাজারস্থ গলফ কোর্সকে ১৮ হোলে উন্নীতকরণ এবং ৩০০ কক্ষের আন্তর্জাতিক মানের বীচ হোটেল নির্মাণ	৪
৪। পর্যটন করপোরেশনের কক্সবাজারস্থ মোটেল উপল ভবন ভেঙ্গে শপিং মলসহ আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি	৪
৫। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থল টুঙ্গীপাড়ায় বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ	১
৬। সুন্দরবনে সাপোর্ট ভ্যাসেল নির্মাণ	৪

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
৭। কক্সবাজারে ইয়োথ ইন নির্মাণ	১
৮। কক্সবাজারে স্কাই ট্রেন-এর ব্যবস্থা	১
৯। দেশের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহের নিকটবর্তী প্রধান প্রধান রাস্তায় আন্তর্জাতিক মানের সাইনেজ স্থাপন	২
১০। জাফলং-এর ডাউকি ব্রীজ এলাকার পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ	১
১১। নিঝুম দ্বীপে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	৪
১২। কিশোরগঞ্জ জেলার মছুয়াতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৩। পঞ্চগড়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৪। টাংগুয়ার হাওড়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৫। শ্রীমঙ্গলে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৬। নেত্রকোনাস্থ খালিয়াঝুড়ি ও কমলাকান্দায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৭। খুলনার দাকোপ উপজেলার কৈলাশগঞ্জে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৮। সুন্দরবনের কটকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
১৯। ভ্রমণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ	১
২০। প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
২১। ৩টি পার্বত্য জেলায় পর্যটন কেন্দ্র ও ক্যাবল কার স্থাপন	৪
২২। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সুবিধাজনক স্থানে ওয়ে সাইড রেস্তোরাঁ নির্মাণ	১
২৩। রংপুরস্থ চিকলি বিলে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ	১
২৪। গাজীপুরস্থ ধাঁধার চরে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ	১
২৫। মহাখালীস্থ হোটেল অবকাশকে তারকা মানের হোটেলে উন্নীতকরণ	১
২৬। বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতু উভয় পার্শ্বে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ	১
২৭। খুলনার মুজগন্নীতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
২৮। হবিগঞ্জস্থ বানিয়াচং ও কুমিল্লার বুড়িচং পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
২৯। লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
৩০। ধর্মীয় ও নৌ-পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প	১
৩১। তিস্তা ব্যারেজ পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১
৩২। কক্সবাজারস্থ ঋজু খালে বোট ক্লাব নির্মাণ	১
৩৩। প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্প	১
৩৪। ওয়েব-পোর্টেল ও ই-গভর্নেন্স প্রকল্প	১

৫.৩ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

৫.৩.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য বিমানকে দক্ষ, গতিশীল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ২০০৭ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে (পি.এল.সি.) রূপান্তর করা হয়েছে। উড়োজাহাজ বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিমান ২০০৮ মাসের এপ্রিল ও মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের

উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানীর সাথে ১০টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। নতুন উড়োজাহাজসমূহ বহরে যোগ দেয়ার পূর্ববর্তী সময়ে লীজভিত্তিতে উড়োজাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিগত তিন বছর বৃহদাকার ৭৪৭ উড়োজাহাজ ভাড়া নেয়ার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে হজ্জ অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিমানের কার্যক্রম ও গ্রাহকসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে টিকেটিং ও অন্যান্য সেবা আই.টি. ব্যবহার করে উন্নয়ন করা হয়েছে।

৫.৩.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ সংগ্রহ	• ২টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয় • ৮টি উড়োজাহাজ লীজ	১
২। উপসাগর ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বিমানের ফ্লাইট বৃদ্ধিকরণ	• ১০টি ফ্লাইট বৃদ্ধি	১
৩। বিমান চলাচল কার্যক্রমকে আই.টি.ভিত্তিক করা	• ৩৪০টি কম্পিউটার, ২০টি সার্ভার, ৩টি সিসকো ফোর সুইচ, ২০টি প্রিন্টার ইত্যাদি সিস্টেম স্থাপন • ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন	২
৪। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে স্বল্প ব্যয় ও দ্রুততম সময়ে মালামাল পরিবহণ নিশ্চিতকরণ	• ৫০ জন জনবল নিয়োগ • ৪৫টি কম্পিউটার ও ১২টি ইউ.পি.এস.সহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন	২
৫। ই-ফ্রেইট চালুকরণ	• ১০টি বারকোড স্ক্যানারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন • বারকোড, এয়ারওয়ে বিল ও ক্যাশ রিসিপ্ট সফটওয়্যারসহ অন্যান্য সফটওয়্যার স্থাপন	৩
৬। ব্যয় সাশ্রয়ী ও আধুনিক এয়ার কার্গো সংগ্রহ	• ৪০ টন ক্যাপাসিটির ২টি এয়ারকার্গো সংগ্রহ (ক্রয় বা লীজ)	৩

৫.৩.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। এয়ারক্র্যাফট	সংখ্যা	১৪	১৫	১৫	১৮	১৯	২১
২। যাত্রী পরিবহণ	লক্ষ জন	১৩.৯৮	১৫.১৯	১৫.২০	১৭.১০	১৯.০৪	২১.৮৩
৩। কার্গো পরিবহণ	মে. টন	২৬,৫৮৫	২৫,৮১৮	৩০,০৫২	৩১,৫০০	৩৩,০০০	৩৪,৫০০
৪। আন্তর্জাতিক গন্তব্য	সংখ্যা	১৮	২০	২০	২৩	২৫	২৫

৫.৩.৩বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণঃ প্রযোজ্য নয়

৫.৩.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
১। বোয়িং কোম্পানীর নিকট থেকে ১০টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়	১
২। বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণ	১
৩। এয়ার বাস এ-৩১০ উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণ	১
৪। বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণ	১
৫। বোয়িং আই.টি. প্রকল্প	২
৬। ই-ফ্রেইট বাস্তবায়ন	৩
৭। ব্যয় সাশ্রয় ও আধুনিক এয়ার কার্গো সংগ্রহ	৩

৫.৪ বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড

৫.৪.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি. ২০০৭ ও ২০০৮ সালে হোটেল ব্যবসা হতে (৭৭.২৫+৮৭.৮৯) = মোট ১৬৫.১৪ কোটি টাকা আয় করেছে এবং (১৬.৭০+১৬.৩৪) = মোট ৩৩.০৪ কোটি টাকা কর পূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে।

৫.৪.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	• হোটেলের কক্ষ ও অন্যান্য সুবিধা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের উন্নত দেশসমূহে শেরাটন পরিচালিত হোটেলের মানে উন্নীত করা • হোটেলের সেবা বিশ্বমানের করা	৪

৫.৪.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. অকুপেন্সির হার	শতকরা	৬৭.৩০%	৫৩.৮০%	৫৩.৮০%	*	৬৫%	৭০%

* আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে হোটেলটির সংস্কার কাজের জন্য বন্ধ থাকবে

৫.৪.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণঃ প্রযোজ্য নয়

৫.৪.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। স্টারউড কর্তৃক প্রণীত পি.আই.পি. (P.I.P.) ও এফ.এল.এস. (F.L.S.) এর ভিত্তিতে হোটেলটি Renovation প্রকল্প	

৫.৫ হোটেলস্‌ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (সোনারগাঁও হোটেলের স্বত্বাধিকারী)

৫.৫.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ হোটেলস্‌ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) ২০০৭ ও ২০০৮ সালে হোটেল ব্যবসা হতে যথাক্রমে মোট ৫৩.৭ এবং ৭০.৯ কোটি টাকা গ্রস আয় করেছে এবং ০.৭০ এবং ১১.৪৭ কোটি টাকা কর পূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে।

৫.৫.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবা ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	• হোটেলের কক্ষ ও অন্যান্য সুবিধাদি বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত হবে • পর্যটন শিল্পের বিকাশে এবং পর্যটক আকর্ষণে অবদান রাখা যাবে	৪

৫.৫.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. অকুপেন্সির হার	শতকরা	৪০%	৪৭%	৪৭%	৫০%	৫৫%	৬০%

৫.৫.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণঃ প্রযোজ্য নয়

৫.৫.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
১। অসম্পন্ন রিনোভেশন প্রকল্প সম্পন্নকরণ	১